International Theatre Institute
World Organization for the Performing Arts
Indian Centre of ITI

IAPAR
INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR PERFORMING ARTS AND RESEARCH

বিশ্ব নাট্য দিবসের বাণী ২০২৩

ইন্টারন্যাশনাল থিয়েটার ইনস্টিটিউট

প্রদানকারী : সামিহা আইয়ুব, অভিনেত্রী, মিশর

বাংলা অনুবাদ : ব্রতীন রায়, ভাবনা থিয়েটার, ভারত

পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে থাকা আমার সকল নাট্যবন্ধুদের প্রতি-

বিশ্ব নাট্য দিবসের শুভদিনে গোটা বিশ্ব জুড়ে ছড়িয়ে থাকা আমার নাট্যকর্মী বন্ধুদের কাছে বার্তা প্রেরণ করতে পেরে এবং তাঁদের সাথে কথা বলতে পেরে আমি আনন্দে অভিভূত। অন্যদিকে আমার সত্তার প্রতিটি তন্তু আজ যন্ত্রনার ভারে ন্যুব্জ। এ যন্ত্রনা আজকের সমস্যা সঙ্কুল পৃথিবীতে সীমাহীন চাপ জনিত এক মিশ্র অনুভূতি যা নাট্যজগৎ এবং তার বাইরের প্রত্যেক শিল্পীই ভোগ করেন। আজকের পৃথিবী যে দ্বন্দ্ব, হানাহানি এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সাক্ষী তার প্রত্যক্ষ পরিণাম হল অস্থিরতা। এর ধ্বংসাত্মক প্রভাব যে শুধু আমাদের বস্তুজগতে পড়ছে তাই নয়, আমাদের আধ্যাত্মিক জগত ও মনোস্তাত্ত্বিক শান্তিও বিপন্ন এবং বিঘ্নিত হচ্ছে।

আমি এমন একটা সময়ে তোমাদের সাথে কথা বলছি যখন সমগ্র পৃথিবী বিচ্ছিন্ন দ্বীপপুঞ্জের মত অথবা পালতোলা অপসৃয়মান জাহাজের মত যাদের প্রত্যেকে কোন দিকনির্দেশ ছাড়াই এগিয়ে চলেছে কুয়াশাঘেরা দিগন্তের দিকে। চারপাশে কোথাও কিছু নেই তাদের সাহায্য করার মত। তবু তারা এগিয়ে চলেছে এই গর্জন-মুখর সমুদ্র চিরে একটা নিরাপদ নোঙরের আশায়।

আমাদের পৃথিবী আজকের মত এত নিবিড়ভাবে সংলগ্ন আগে ছিল না, কিন্তু একইভাবে আজকের মত দূরবর্তী এবং সামঞ্জস্যহীনও ছিল না। সমকালীন পৃথিবী আমাদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে এই আপাত স্ববিরোধিতা। আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং খবরের দ্রুত সংবহন সমস্ত ভৌগলিক দূরত্ব অতিক্রম করে সম্মিলনের আবহ তৈরী করেছে গোটা বিশ্ব ব্যাপী। তবু আমরা প্রত্যক্ষ করছি মতানৈক্যের পীড়ন যা সমস্ত যুক্তিগ্রাহ্য ধারনাকে নস্যাৎ করে এই বাহ্যিক ঐকতানের অন্দরে বেসুরো বিচলন সৃষ্টি করেছে। এ অবস্থা আমাদেরকে মনুষ্যত্বের সহজাত ধর্ম থেকে বিচ্যুত করেছে।

থিয়েটারের সারমর্ম হল এটি একটি মনুষ্যত্ব তথা জীবনের নির্যাসবাহী মানবিক কার্যকলাপ। মহান অগ্রজ কনস্ট্যানটাইন স্তানিস্লাভস্কি বলেছেন “পায়ে কাদা নিয়ে কখনও থিয়েটারে এসো না। ধূলো ময়লা সব বাইরে রেখে এসো। তোমার সামান্য উদ্বেগ, সাধারণ সমস্যা, কলহকে বাইরের পোশাকের মত পরিত্যাগ করো দরজার ওধারে

AVARTAN, 5 HILL VIEW SOCIETY, 46/4 ERANDAWANE, PAUD ROAD, PUNE, MAHARASHTRA 411038
Email: iapar.india@gmail.com

কারণ ওগুলো তোমাকে শিল্প বিমুখ করে তোমার জীবন ধ্বংস করবে"। আমরা যখন মঞ্চে উঠি, তখন একজন বিশেষ মানুষের নির্দিষ্ট জীবনকে সঙ্গে নিয়ে উঠি। কিন্তু এই জীবনের অনন্য ক্ষমতা আছে তাকে বিশ্লিষ্ট করে তার মধ্যে থেকে অনেক জীবন সৃষ্টি করার। এই পৃথিবীতে আমরা সেই বহুত্বের প্রচার করি- যাতে সেটি জীবন্ত হয়ে, বিকশিত হয়ে সবাইকে তার সুবাস প্রদান করে।

একজন নাট্যকার, নির্দেশক, অভিনেতা, দৃশ্যনির্মাতা, কবি, সুরকার, নৃত্য নির্দেশক অথবা কলাকুশলী হিসেবে আমরা থিয়েটারের জগতে এমন এক জীবনের বিনির্মাণ করি যার অস্তিত্ব মঞ্চে ওঠার আগে পর্যন্ত ছিল না। এই জীবনকে ধরে রাখার জন্য চাই একটি যত্নশীল হাত, ওম্ দেওয়ার জন্য চাই একটি উষ্ণ বুক। এই জীবন প্রত্যাশা করে একটি স্নেহশীল হৃদয়ের সহমর্মিতা, একটি প্রশান্ত অন্তরমন যা তাকে বেঁচে থাকার, এগিয়ে চলার প্রেরণা দেয়।

এটা আমার অতিশয়োক্তি হবে না যদি আমি বলি আমরা মঞ্চে জীবনের রূপায়ণ করি শূণ্যগর্ভ থেকে। যেমনভাবে অন্ধকারের অলিন্দে স্ফুলিঙ্গ ছড়ায় জ্বলন্ত অঙ্গার, শীতার্ততায় দেয় উত্তাপ। আমরা জীবনকে মূর্ত করি, দান করি উৎকর্ষতা। আমরা জীবনকে প্রাণবন্ত এবং অর্থময় করে তুলি। আবার আমরাই জীবনকে বোঝার জন্য বোধের যোগান দিই। আমরা শিল্পের আলো কে হাতিয়ার বানিয়ে মোকাবিলা করি অজ্ঞতা ও চরমপন্থার অন্ধকারের। জীবনকে একটা মতবাদের মত আঁকড়ে ধরে আমরা তাকে ছড়িয়ে দেই গোটা বিশ্বে। এরজন্যই আমরা পরিশ্রম করি, আমাদের ঘাম, রক্ত, অশ্রু ঝরাই এবং সময় আর সক্রিয়তা ব্যয় করি। এর মধ্যে দিয়ে আমরা অর্জন করতে চাই সুউচ্চ কোন আদর্শকে, রক্ষা করতে চাই যা কিছু ভালো, সত্য এবং সুন্দর। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস বাঁচার অপর নাম জীবন।

আজ আমি আপনাদের সকল শিল্পের প্রাণশক্তি থিয়েটারকে তার জন্য নির্ধারিত এই আন্তর্জাতিক দিনে শুধুমাত্র উদ্যাপন করতে বলছি না। বরং আমি আপনাদের সকলকে আমন্ত্রন জানাচ্ছি হাতে হাত রেখে, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একত্রিত হয়ে, নিজেদের গলার স্বরকে সর্বোচ্চ মাত্রায় ছুঁয়ে থিয়েটারের পাশে দাঁড়াতে যেমনটি আমরা মঞ্চে উঠে করতে অভ্যস্ত। আমাদের উচ্চারিত প্রত্যেকটি শব্দ বিশ্বমানবের চেতনার উন্মেষ ঘটাক এবং হারিয়ে যাওয়া মানবতার সৌকর্য্যের খোঁজ করুক নিজেদের হৃদয়ের অন্তঃপুরে, যে মানবতা মুক্ত, সহনশীল, প্রীতিমুখর, অনুকম্পাপ্রবণ, বিনম্র এবং গ্রহনোন্মুখ। বিনাশ হোক নৃশংসতা, বর্ণবাদ, রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ, একতরফা ভাবনাচিন্তা এবং চরমপন্থী মানসিকতার জঘন্য সব প্রতিচ্ছবির। পৃথিবীর এই খোলা আকাশের নিচে মানুষ পথ চলছে হাজার বছর ধরে। তার পদযুগলকে সে যেন যুদ্ধ আর রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পঙ্কীল আবর্জনা থেকে মুক্ত করে মঞ্চের দরজায় এসে দাঁড়াতে পারে। আমাদের সংশয়দীর্ণ মনুষ্যত্ব আবার নিশ্চয়তার স্পষ্টতায় মাথা তুলে দাঁড়াবে, আমদের গর্বিত করবে এই ভাবনায় যে আমরা প্রত্যেকে বিশ্ব মানবের প্রতিভূ।

আমরা নাট্যনির্মাতা। জ্ঞানের আলোকবর্তিকা বহন করে চলেছি সেদিন থেকে যেদিন প্রথম কোন অভিনেতা প্রথমবারের জন্য মঞ্চে পদার্পণ করেছিলেন। আমরা সকলে সঙ্কল্পবদ্ধ হ'লাম যা কিছু খারাপ, তাকে প্রতিরোধ করবো যা কিছু সুন্দর, পবিত্র এবং মানবিক তার সাহায্যে। কেবলমাত্র আমাদেরই ক্ষমতা আছে জীবনকে আরো বিস্তৃত এবং সুন্দর করার। আসুন আমরা সকলে নিজেদের বিকশিত করি ঐক্যবদ্ধ পৃথিবী ও সম্মিলিত মানবতার সন্ধানে।

International Theatre Institute / World Theatre Day Message 2023
Samiha Ayoub, Actress, Egypt.
Bengali (India) translation : Bratin Roy. Vabna Theatre, India